তথ্যচিত্র

বাংলাদেশ ২০১৮

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ২০০৪ সালে WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) অনুসমর্থন করে এবং সেই আলোকে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। এফসিটিসি'র বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে তামাক কোম্পানির অব্যাহত হস্তক্ষেপের কারণে সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশেষ করে তামাকের চাহিদা ও সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপসমূহ দুর্বল এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদী একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তবে বর্তমানের ন্যায় তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকলে এই লক্ষ্য পূরণ কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ সংক্রান্ত গাইডলাইন[১] গ্রহণ করে যেখানে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকতে সরকারকে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে, প্রায় এক দশক সময় অতিবাহিত হলেও আর্টিক্যাল ৫.৩ এর পরামর্শ অনুযায়ী কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ অনেকটাই অরক্ষিত রয়ে গেছে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেই প্রজ্ঞা এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। বিগত দুই বছরে (২০১৬ এবং ২০১৭ সাল) সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপসমূহ কিভাবে আমলে নিয়েছে এবং সেগুলো মোকাবিলায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা এই গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায়, আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সুপারিশসমূহের আলোকে Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।[২] সাতটি বিভাগে মোট ২০টি প্রশ্নের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত (publicly available) উৎস যেমন, সরকারি ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তামাক কোম্পানির প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে স্কোর ১ থেকে ৫ এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তর 'না' হলে ১ এবং 'হ্যাঁ' হলে স্কোর ৫ প্রদান করা হয়েছে। স্কোর যত কম, আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রতিপালন তত সন্তোষজনক। সামগ্রিকভাবে, আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতি/স্কোর সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রতিবেদন এটাই প্রথম। কাজেই ভবিষ্যতে আরো উন্নত প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ রয়েছে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচকের তুলনামূলক চিত্র

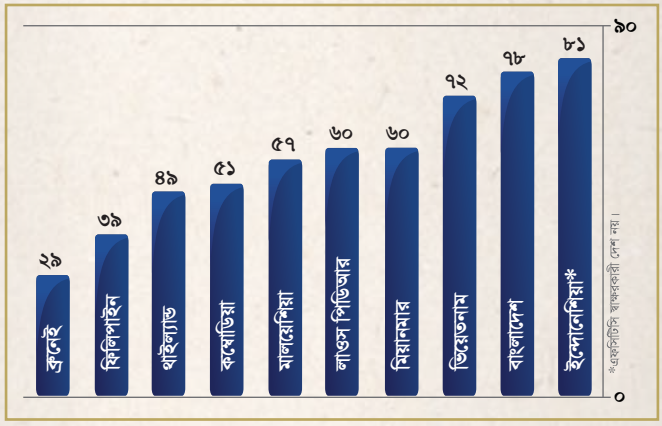

চিত্রে আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে এশিয়ার দেশসমূহের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। স্কোর যত কম, অবস্থান তত ভাল।

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানি তাদের একটি সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ও তামাক কোম্পানির সুপারিশ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে বিড়ির ওপর প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক ৩৫% থেকে কমিয়ে ৩০% নির্ধারণ করেছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটি' তামাক পাতার সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে তামাক কোম্পানির পরামর্শ গ্রহণ করেছে। তবে সরকার আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের সুপারিশ নং ৪.৯ এবং ৮.৩ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেছে এবং FCTC Conference of Parties (COP) এবং এ সংশ্লিষ্ট কোন সভায় সরকারি প্রতিনিধি দলে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি, যা প্রশংসনীয়।

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম

তামাক কোম্পানি পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ সংক্রান্ত গাইডলাইন এর সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন: কৃষি সচিব, শ্রম সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানির সিএসআর কমিটির সদস্য এবং তাঁরা উল্লেখিত সময়ে এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান

'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫' অনুযায়ী সকল তামাকপণ্যের প্যাকেটের উপরিভাগে ৫০ শতাংশ জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তামাক কোম্পানিগুলো প্যাকেটের নিচের ৫০ শতাংশে (যা কম কার্যকরী) মুদ্রণের সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূলে 'শ্রম আইন ২০০৬' এর কয়েকটি বিধানের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি সুবিধা আদায় করে নেয়। কম পারিশ্রমিক প্রদান এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করানোসহ শ্রম আইনে প্রদত্ত সুবিধাদি প্রদান না করেও শ্রমিকদের কাজ করাতে পারবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করাতে সক্ষম হয় কোম্পানিটি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত কোম্পানিকে তামাকজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আরোপিত ২৫% শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছে। তামাক চাষে ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহার ২০১০ সাল থেকে সরকার নিষিদ্ধ করলেও বান্দরবানসহ দেশের সর্বত্র তামাক চাষে এখনও ভর্তুকির সার ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) মওকুফ অব্যাহত রয়েছে।

"তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে, রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ হতে এসব নীতিমালাকে সুরক্ষিত রাখতে কাজ করবে।"

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩: তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ।

তথ্যচিত্র

বাংলাদেশ ২০১৮
তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

তামাক কোম্পানির সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ

কর প্রদান একটি আইনি বাধ্যবাধকতা হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য তামাক কোম্পানিগুলোকে অনাবশ্যকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা যেমন, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রীর সাথে তামাক কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতায় বাংলাদেশে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। অথচ, এই মৃত্যুবিপণনের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রদান করেন খোদ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকগণ।

স্বচ্ছতা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট-পরবর্তী সময়ে তামাক কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ অর্থমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করে। তবে এই রুদ্ধ-দ্বার সভায় আলোচিত বিষয়বস্তু এবং এর ফলাফল সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কোন কিছু জানানো হয়নি। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি, তামাক কোম্পানির সহযোগী সংস্থা এবং পক্ষভুক্ত লবিস্টদের পরিচয় প্রকাশ অথবা নিবন্ধন গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তবে সরকারিভাবে এ সংক্রান্ত কোন নীতি এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব

সরকারের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর সাথে যুক্ত রয়েছেন। বিএটিবি'তে সরকারের ১০.৮৫% শেয়ার থাকায় একইসাথে তামাক কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সরকারি এসব কর্মকর্তার অবস্থান পরস্পরবিরোধী। ফলশ্রুতিতে, জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার জন্য আর্টিক্যাল ৫.৩ এর গাইডলাইনে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হলেও সরকার এর প্রায় কোনটিই এখনও গ্রহণ করেনি। তামাক কোম্পানির সাথে সরকারের সকল যোগাযোগের নথি প্রকাশ করার কোন প্রক্রিয়া কিংবা নীতিমালা বর্তমানে নেই। তামাক কোম্পানির সাথে যেকোন আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য কোন আচরণবিধিও প্রণয়ন করা হয়নি। তামাক কোম্পানির কাছ থেকে যেকোন অনুদান কিংবা উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও নেই। তবে 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা ২০১৭' অনুসারে, প্রতি মাসে তামাক কোম্পানির রাজস্ব বিবরণী এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ জমার বিবরণী সরকারকে প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সু পা রি শ মা লা

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকতে সরকারকে অবশ্যই আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সকল শর্ত পূরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে:

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্টিক্যাল ৫.৩ এর বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্বাস্থ্যখাত ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয় এর সাথে কাজ করতে হবে।

২. তামাক কোম্পানি এবং এর প্রতিনিধিদের সাথে সকল যোগাযোগের তথ্য সরকারকে প্রকাশ করতে হবে।

৩. তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার যেকোন অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সকল সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব এড়াতে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দকে তামাক কোম্পানির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

৪. রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতিসহ তামাক কোম্পানিকে প্রদত্ত সকল সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে। তামাক চাষে ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহার নিষিদ্ধের বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বা আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে।

[1] Framework Convention on Tobacco Control. Guidelines for implementation of FCTC Article 5.3, Geneva 2008, [decision FCTC/COP3(7)] http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_Article_5_3_English.pdf?ua=1.

[2] Assunta, M. Dorotheo, E. U.. SEATCA Tobacco Industry Interference Index: a tool for measuring implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3. April 2015 http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/04/23/tobaccocontrol-2014-051934.

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর কয়েকটি পরামর্শ

- সরকার এবং তামাক কোম্পানির মধ্যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব এবং বাধ্যবাধকতাহীন বা অবাস্তবায়নযোগ্য চুক্তি না করা;
- সরকারের কোন কর্মকাণ্ডে তামাক কোম্পানির যেকোন ধরনের দান বা সহযোগিতা গ্রহণ না করা;
- আইনগতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপের বিকল্প হিসেবে তামাক কোম্পানি দ্বারা প্রস্তাবিত কোন আইন বা নীতি অথবা কোম্পানি কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত কোন আচরণবিধি গ্রহণ না করা;
- তামাক কোম্পানিতে সরকার কিংবা সরকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিংবা জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কোন বিনিয়োগের সুযোগ না রাখা;
- সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এফসিটিসি প্রতিনিধি দলে তামাক কোম্পানির কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকা।

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA Knowledge for Progress

www.progga.org
www.tobaccoindustrywatchbd.org